কালের কণ্ঠ ১৩.০৭.১৭ (৩)

সামান্য বৃষ্টিতেই অচল নগরী

আর কত ভোগান্তির শিকার হবে মানুষ

রাজধানী ঢাকার কোথাও কোথাও প্রধান সড়ক ও অলিগলির বেশির ভাগ ডুবে গিয়েছিল গত মঙ্গলবারের বৃষ্টিতে। সকাল থেকে মাঝারি-ভারি বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টিজনিত জলজটের কারণে বিভিন্ন স্থানে তীব্র যানজট ছিল। আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে, প্রায় এক সপ্তাহ পর মঙ্গলবার রাজধানীতে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। সকাল ৬টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত নগরীতে ৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

রাজধানী ও অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরে টানা বৃষ্টির ফল কী তা সবাই জানে। অনিবার্যভাবে জলজট দেখা দেবে, যানজট তীব্রতর হবে। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে অনেক জায়গায় যানজট প্রকট রূপ ধারণ করে। সারা দিনই তার রেশ ছিল। পথচারীদের চলাচলে সমস্যা হয়েছে। বিকেলে বেশির ভাগ এলাকা থেকে পানি নেমে গেলেও বিভিন্ন এলাকার সড়ক, প্রধান সড়ক ছিল জল-কাদায় মাখামাখি।

যানজট কমানোর উদ্দেশ্যে রাজধানীতে বেশ কিছু ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু বৃষ্টি হলে ফ্লাইওভারগুলোও যানজটের শিকার হয়। গোড়ায় পানি জমে থাকে। প্রভাব পড়ে এপার-ওপারের সড়কজুড়ে। চলতে হয় থেমে থেমে, শামুকের গতিতে। এলাকার রাস্তাগুলোতে চলতে গিয়ে গর্তে পড়া, রিকশা উল্টে যাওয়া, পানি ঢুকে গাড়ি-সিএনজি অটোরিকশা বন্ধ হয়ে যাওয়া—এমন সব বিপত্তিতে পড়তে হয়। আর সময় অপচয়ের কথা নতুন করে বলার নেই। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী অনেক জায়গায় যাত্রীদের যানজটে আটকে থাকতে হয়েছে প্রায় দেড় ঘণ্টা।

বর্ষায় এ দেশে বৃষ্টিপাত হবে—সেটাই স্বাভাবিক। এ সময়ে মাঝারি-ভারি বা ভারি বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু নগরবাসী বৃষ্টিপাতকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না। কারণ প্রকৃতির করুণাবর্ষণ তাদের জন্য উপহাস-যন্ত্রণা হিসেবে হাজির হচ্ছে, নানা রূপে। বৃষ্টির শীতল পরশ কর্মজীবী মানুষকে শীতল করছে না, বরং যানজটে বসে থেকে গরমে-বাষ্পে একসা হতে হচ্ছে। গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ি থেকে নেমেও স্বস্তি নেই। কারণ ঘরে ফেরার জন্য রিকশা মেলে না। হেঁটে ফেরাও সহজ নয়, কারণ জলজট; খানাখন্দে পড়ার আশঙ্কা।

রাজধানী ঢাকায় জলজটে পড়া মানুষ ঘন মেঘ দেখলে ভয় পায়। বছরের পর বছর এ পরিস্থিতি চলছে। সরকার বা শহর-নগর কর্তৃপক্ষ মৌসুমি বুলি আওড়াচ্ছে, অবিলম্বে জলজটের সমাধান করা হবে, যানজট নিরসন করা হবে কিন্তু বৃষ্টির মৌসুম ফুরিয়ে যায় নগরবাসীর ভোগান্তির অবসান হয় না। মানুষের কথা ভেবে সরকার এবং সংশ্লিষ্টরা স্থায়ী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে আশা করি।